রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

বিলাপ !

বা

বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন ।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ।

(৬ই ভাদ্র সন ১২৯৮ সাল)

"As Vidyasagara died, Charity shrieked."
Indian Nation.

কলিকাতা ২ নং মল্লিক লেন হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত ও প্রকাশিত ।

কলিকাতা ;

৬ নং ভীমঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেস

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৯৮ সাল ।

মূল্য ৵০ আনা ।

পাত্র।

পুরুষ।

দেবগণ। ঋষিগণ। পুণ্যাত্মাগণ। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
বালক—(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পৌত্র)। নাগরিকগণ।
সাঁওতালগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সরস্বতী। বঙ্গভাষা। দয়া। দেবীগণ। অপ্সরাগণ ইত্যাদি।

বিলাপ !

বা

বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(সময়—ঊষা। মুদিত কমল-বনে সরস্বতী আসীনা।)

সরস্বতী, গীত।

কেন গো সংসার আজি মলিন এমন।
পরেছে প্রকৃতি সতী শোক আবরণ॥
অরুণ কিরণ রেখা, যেন ছায়া ছায়া-মাখা,
বিষাদ মাখিয়ে ব'য় কেনগো পবন।
সলিলে নলিনী মালা, কিযে আজি পেলে জ্বালা,
নাথে হেরে নতশিরে নীরে নিমগন।
ফুটেও ফুটেনা কলি, কলিতে বসেনা অলি,
তৃণ ঢাকা নীল পাখা করেনা গুঞ্জন।
নর নারী পশু পাখী, সকলের ঝরে আঁখি
জীবের যেন গো আজি নাহিক জীবন॥

(বঙ্গভাষার প্রবেশ)

বঙ্গভাষা। (গীত)

আশায় পড়িল ছাই।
আহা বিদ্যাসাগর নাই, বিদ্যাসাগর নাই!
জীর্ণবাস দূর করে, নব সাজ দিল মোরে,
সেজন নাহিক আর কা'র পানে চাই।
পর-ভাষা প্রিয় জ্ঞান, রাখেনা আমার মান,
রাজদ্বারে অপমান যাব কার ঠাঁই।
যথা হয় উচ্চ-শিক্ষা, আমার মিলেনা ভিক্ষা,
কে আর করিবে রক্ষা ঈশ্বরে সুধাই।
অভাগিনী বঙ্গভাষা কাঁদিয়ে বেড়াই॥

সরস্বতী। আহা কে তুমি গো বালা, মরি শোকেতে বিহ্বলা
আকুলিত প্রাণে গাও শোক গাথা।
কোথা এলোকেশে ধাও, কেন শূন্যপানে চাও
কি তাপ তোমার হৃদে দিল বল ধাতা॥
নয়নের নীর-রেখা, মলিন বয়ানে লেখা
কার নাহি পেয়ে দেখা খুঁজিয়ে বেড়াও।
স্বর যেন চেনা চেনা, কে মা পরিচয় দেনা
নারী আমি মোর কাছে লজ্জা কেন পাও॥

বঙ্গভাষা। বীণাধ্বনি জিনি, কার সুধা বাণী
ওমা বীণাপাণি তুমি মা হেথায়?
জনম দুখিনী, তোমার নন্দিনী
দেখ মা আজি গো কাঁদিয়ে বেড়ায়॥

দেন, সেথানে বিধবার বদনে প্রশান্ত বিষাদ দেখিতে পাইবে, কিন্তু দৈহিক লালসায় নব পতি অভিলাষ নয়নে লক্ষিত হইবে না। আর বিদ্যাসাগর হিন্দু-শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়াই বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন ; যে শাস্ত্রকারের মত তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত নহে ; সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থিতিস্থাপকতা গুণে ও ব্যাখ্যাকারীগণের পাণ্ডিত্য প্রভায় তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকচয়ের বিপরিতার্থও করা যায় সত্য, কিন্তু এ কথা বোধ হয় যে তাঁহার শত্রুরাও বলিবে না, যে বিদ্যাসাগর মহাশয় করুণার বশে দৃঢ় বিশ্বাসে ঋষি বাক্যে নির্ভর না করিয়া, পাশ্চাত্য প্রথার দৃষ্টান্তে আধুনিক উৎকট সমাজসংস্কারকদের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বিধবার বিবাহে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আচারে ব্যবহারে নিষ্ঠায় ক্রিয়ায়, আজ কাল আজীবন কয়জন তাঁহার ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছে ? আর পরিচ্ছদ—এই যে জাতীয়তা জাতীয়তা হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব—দুইপাত ইংরাজী পড়িলেই সকলই কোট পেণ্টুলেনের কবলগত হয় ; কিন্তু ইংরাজি ভাষায় প্রগাঢ় অধিকার সত্ত্বেও রাজ প্রসাদকে তুচ্ছ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই চিরপ্রচলিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বেশে আজীবন ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। মাতা পিতাকে অন্নে বঞ্চিত করিয়া, সপাদুকা দেবগৃহে উপবেশন করতঃ যবন-জন-প্রিয়-পক্ষী-মাংস সংযোগে ম্লেচ্ছান্ন ভোজন করিয়া বিধবা বিবাহের বিরোধী পরিচয়ে হিন্দু নাম ক্রয় করা অপেক্ষা, বিদ্যাসাগরের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনাক্ষমা বালিকা বিধবার বিবাহ দেওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

১ম নাগ। যাক, ও সব তর্ক বিতর্কের দিন আজ নয়, আজ দোষ গুণ বিচারের দিন নয়, কাঁদিবার দিন, এস সকলে মিলিয়া নয়নজলে তাঁর চিতাভস্ম ধৌত করি, আর তাঁহার কোন স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন বিষয়ে স্থির করি।

৫ম নাগ। তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্নতো তিনি আপনিই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকবে, ততদিন তিনি সকলের স্মৃতিপথে বিরাজ করিবেন; যে যে ব্যক্তি বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, সেই সেই ব্যক্তিই তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্ন; যত জন তাঁহার অর্থে অনুকম্পায় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পদসম্ভ্রম লাভ করিয়াছে, তাঁরা সকলেই তাঁর স্মরণার্থ চিহ্ন; তাঁহার স্থাপিত বিদ্যামন্দির সকল, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলী, তাঁহার দান-ভাণ্ডার সকলই তাঁর অক্ষয় স্মরণচিহ্ন; যাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া লোকে প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিবে, তাঁহার জন্য আবার অন্য স্মরণচিহ্নের প্রয়োজন কি !

১ম নাগ। না না কি জান, তবু এখনকার একটা প্রথা হয়েছে, একটা পরিদৃশ্যমান স্থায়ী স্মরণচিহ্ন স্থাপন করা আবশ্যক, না হ'লে আমাদের দেশের কলঙ্ক হবে।

৫ম নাগ। কি, পট প্রতিমাদি? যে মহাত্মা যাবজ্জীবন আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন, তাঁহার স্বর্গ-গত আত্মার মর্ত্ত্যের কার্য্যের প্রতি যদি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে এরূপ সম্মান প্রদর্শন কখনই তাঁহার অনুমোদিত হইবে না। চিত্র তো তাঁর প্রতি হৃদয়ে অঙ্কিত, দেবদেবীর পটের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পট বহু গৃহে বিরাজ করিতেছে, ভবিষ্যতে প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই আদর্শ মহাপুরুষের প্রদর্শিত সৎ পথের অনুসরণ করিয়া কিঞ্চি-

স্মাত্রও অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলে আমরা তাঁহার যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিব। তবে লৌকিকতার অনুরোধে একান্তই যদি কোন দর্শন-চিহ্ন স্থাপন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমার মতে বৈদেশিক চিত্রকর ভাস্করাদির উদর পরিপূর্ণ না করিয়া, যে মহাকার্য্যের জন্য তিনি ধন মন প্রাণ দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ কোন কার্য্য করা উচিত; একটি অনাথাশ্রম স্থাপন, যেখানে অনন্যোপায় বালকগণ গ্রাসাচ্ছাদন ও বিদ্যাদান প্রাপ্ত হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ যাবজ্জীবন সেই মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের নাম গান করিতে পারে, ইহাই বোধ হয় সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

নেপথ্যে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নাগরিকগণ। শেষ কার্য্য অবসান,—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

(একজন আত্মীয়ের প্রবেশ।)

আত্মীয়। হরিবোল হরিবোল হরিবোল; আর কি, সব শেষ হ'ল, খুব কাযে এসেছিলেম, খুব দেখলেম, ধীশক্তির আধার সেই প্রশান্ত ললাট, সেই করুণাপূর্ণ সহাস্য বদন, আজ হুতাশনে আহুতি দিলেম; যে স্নেহমাখা বাহুযুগল পর্ব্বতবাসী অসভ্য সাঁওতালদিগকেও সন্তানের ন্যায় আলিঙ্গন করিত, যে পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতে মন সতত লালায়িত হইত, সেই সকলই আজ বহ্নিমুখে ভস্মসাৎ করিলাম। হা বিদ্যাসাগর, হা বিদ্যাসাগর! যারে সকলে চায়, সেই চলে যায়, যে অনেকের আশ্রয়, কাল তারে আগেই নেয়, হা বিদ্যাসাগর, হা বিদ্যাসাগর!

সকলে। হা বিদ্যাসাগর, হা বিদ্যাসাগর !

গীত।

জাননা রে মায়াহীন দীপ্ত হুতাশন।
কার কম-কায়াখানি করিলি দাহন ॥
জন্মে যার ধরা ধন্য, যার মানে বঙ্গ মান্য,
আলো করেছিল বঙ্গ-সাহিত্য-কানন।
দয়ার ক্ষীর-সাগর, ছিল রে বিদ্যাসাগর.
কেন রে কঠোর কাল করিলি হরণ।
করে বর্ণপরিচয়, সুকুমার শিশুচয়,
আঁখি-জলে ভেসে যায় মলিন বদন।
প্রবীণের অশ্রু ঝরে, দীন কাঁদে অন্ন তরে,
বালিকা বিধবা কাঁদে করিয়ে স্মরণ।
প্রতিভায় পরিপূর্ণ, দারিদ্র্যের দর্প চূর্ণ,
সে সাগর মাঝে ছিল কত রে রতন
(অনন্ত সাগরে) আহা বিদ্যাসাগর-মিলন ! !

তৃতীয় দৃশ্য।

কর্ম্মাঠার সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ।

(একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বালকের প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণ। বোস, দাদা, বোস, এই গাছতলায় বসে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নেওয়া যাক, এখন আর পথ চলা অভ্যাস নাই, খানিকটা এসেই হাঁফিয়ে গেছি।

বালক। দাদা, কখন কলকেতা দেখব?

ব্রাহ্মণ। এই একটু জিরিয়েই চলতে আরম্ভ করব আর কি, সন্ধ্যা নাগাদ ইষ্টিসানে পৌঁছিব, সেখানে একটু জলটল খেয়ে নিয়ে রাত্রের গাড়ীতে চড়ব, কলকেতায় গিয়ে ভোর হবে।

বালক। হ্যাঁ দাদা, কলকেতায় গিয়ে ঘোড়গাড়ী চড়ব?

ব্রাহ্মণ। অদৃষ্টে থাকে, দেবতা বামুনের আশীর্ব্বাদে চড়বে বই কি, মন দিয়ে লেখাপড়া শিখতে পার, আপনার কায গুছিয়ে নিতে পার, সুখী হ'তে পারবে; সেই আশাতেই ব্রাহ্মণীকে কাঁদিয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে মায়া কাটিয়ে তোমায় কলকেতায় রেখে আসতে যাচ্ছি।

বালক। কার কাছে আমায় রেখে আসবে দাদা? তুমি না থাকলে, ঠাকুরমা না থাকলে, মা না থাকলে আমি একলা কার কাছে থাকব দাদা?

ব্রাহ্মণ। দাদা যার কাছে রেখে আসতে যাচ্ছি তাঁর কাছে তুমি আমার চেয়েও যত্ন পাবে।

বালক। তিনি কে দাদা?

ব্রাহ্মণ। তিনি গরিবের মা বাপ, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।

(দয়ার প্রবেশ।)

দয়া। "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" এখানেও ঐ নাম শুনি, যেথানে যাই ঐ নাম, হেথায় গিরিমালাও কি শোকভরে ঐ মধুর নাম প্রতিধ্বনি কচ্ছে? আহা ও কে দুটী বসে, আহা দিব্যি ছেলেটি, সঙ্গে স্থবির ব্রাহ্মণ, বোধ হয় পথিক পথশ্রান্তে কাতর; কে বাছা তোমরা এখানে বসে? তোমরা কি পথশ্রমে কাতর হয়েছ?

ব্রাহ্মণ। পৌত্রটী আমার অতি শিশু, আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে, এই রৌদ্রে পর্ব্বত পথে চলে বড়ই কাতর হ'য়েছিলাম বটে, কিন্তু বাছা তোমার মুখ দেখে, তোমার মিষ্ট কথা শুনে ক্লান্তি যেন কোথায় চলে গেল, দেহে যেন নূতন বল পেলেম, কে মা তুমি? কোথায় বাড়ী তোমার মা? কার ঘর তুমি আলো করেছ?

দয়া। বাছা, ঘর আমার বিষ্ণুপুর,
মনে কল্লেই কাছে, মনে কল্লেই দূর।
আমার বাপের নামটী দয়াময়,
নাম কল্লে যম পায় ভয়,
আমি তাঁর মেয়ে বলে,
আমায় লোকে দয়া বলে;
ঐশ্বর্য্যের তাঁর নাই সীমানা,
লুটুক যে সে নাইক মানা।
বাবার সবার প্রতি দয়া,
কেবল মেয়েকে নাই মায়া;

সরস্বতী। আহা বঙ্গভাষা, তোর হেন দশা
আয় আয় বাঁছা মার কাছে আয়।
কেন মা কাতরা, বল বল ত্বরা
নলিন নয়নে কেন ধারা বয়॥
কোমল বলিয়ে, কোলেতে পালিয়ে
সকল দুহিতা হ'তে ভালবাসি।
বঙ্গবাসী চয়, কোমল হৃদয়
সে সবারে তাই তোরে সঁপে আসি,
কও মাগো কথা, কিবা পেলে ব্যথা
কেবা ব্যথা বল দিল মা তোমায়?
বঙ্গভাষা। মাগো কি বলিব আর, আজ বঙ্গে হাহাকার
বঙ্গরাণী শিরোমণি ত্যজেছে জীবন।
বিষাদে বিষণ্ণ বঙ্গ, নাহি কার্য্য নাহি রঙ্গ
এক সঙ্গে মনোভঙ্গে করিছে রোদন॥
বিদ্যার্থী বালকগণ, শোকনীরে নিমগন
পিতৃহীন প্রায় করে অশৌচ গ্রহণ।
ধূলা মাথা খালি পায়, নতমুখে চলে যায়
শিশুর অধরে নাই হাসির কিরণ॥
শিক্ষক পণ্ডিত যত, শোকে সব মর্ম্মাহত
শিষ্য সনে ক্ষুণ্ণ মনে কাঁদে উভরোল।
বণিক বাণিজ্য ছাড়ি, শ্মশান করেছে বাড়ী
অধ্যাপকগণ ধায় শূন্য করি টোল॥
জাতি বর্ণ নাহি ভেদ, সবাই করিছে খেদ
ঈশ্বর বিহনে গেছে ধর্ম্মদ্বেষ ঘুচে।

অন্তঃপুরে কুলবালা, ধরাসনে অঙ্গ ঢালা
অবিরল অশ্রুজল আঁচলেতে মুছে ॥
আঁধার করিয়ে ঘর, কোথা গেলে সাধুবর
তাপিত সন্তানে ফেলি কোথায় চলিলে।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ জন, লক্ষেতে হ'য়ে পূরণ
তব শোকে বঙ্গ আজ ভাসায় সলিলে ॥
ধূ ধূ ধূ ধূ জ্বলে চিতা, মরেছে আমার পিতা
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে দেবী হইনু কাতর
হা বিদ্যাসাগর আহা হা বিদ্যাসাগর ! !

সরস্বতী। আহা নাহিক ঈশ্বর ?
বঙ্গভাষা। বিদ্যার সাগর মাগো দয়ার সাগর !
সরস্বতী। আহা বড়ই আমারে সে যে পূজিত যতনে।
বঙ্গভাষা। গ্রাসে বুঝি কাল তাই অমূল্য রতনে ॥
সরস্বতী। (আহা) তাই আজি কেঁদে কেঁদে উঠেছিল প্রাণ।
তাই আজি বসুমতী হ'ল শূন্যজ্ঞান ॥

(গীত)

তাই বুঝি আজি বীণা বাজেনা বাজেনা।
এত ভূষা তবু ঊষা সাজেনা সাজেনা ॥
কুসুমে নাহিক হাস, বাতাসেতে হা হুতাশ,
ত্রাস পেয়ে অলি বুঝি গাজেনা গাজেনা।
বঙ্গের হৃদয় মাঝে, শত তপ্ত শেল বাজে,
আহা বিদ্যাসাগর আজ রাজেনা রাজেনা ॥

বঙ্গভাষা। কোথায় আমার স্থান বল মা সুধাই।
বঙ্গ বিনা বঙ্গভাষা যাবে কার ঠাঁই ॥

সরস্বতী। বঙ্গের মঙ্গল হেতু তোমার সৃজন।
এই স্থানে রহ বাছা পাইবে যতন॥
এখনও কয়েকজন আছে মতিমান।
তারা তোরে সদা করে অতি প্রিয়জ্ঞান॥

বঙ্গভাষা। আশ্বাসে বিশ্বাস মাগো রাখিব তোমার।
মধুর মধুর কথা বল বার বার।

সরস্বতী। জনক জীবন কালে, পুত্র ফেরে অবহেলে
পিতার মরণে নিজ কার্য্য বুঝি লয়।
ছিল বিদ্যার সাগর, না ছিল অভাব ডর
এখন দেখিবে বঙ্গে নব অভ্যুদয়।
অর্থকরী পরভাষা, তাই তাহাতে পিয়াসা
মাতৃভাষে ভালবাসা নয় মূলহীন।
প্রথম কথার ছলে, শিশুকালে মা মা বলে
যেই ভাষে সে ভাষা কি ভুলে কোন দিন?
মনের সনেতে মন, যেই ভাষে আলাপন
যে ভাষায় হাসা কাঁদা নিশার স্বপন।
বঙ্গের সন্তানগণ, মোহ ঘোরে অচেতন
একদিন একদিন চিনিবে রতন।
ধরার রোদন ধারা, হেরে তুমি আত্মহারা
গোলোকে পুলক দেখ আসি মম সনে।
পুণ্যাত্মা ঈশ্বর অন্তে, ঈশ্বরের পদপ্রান্তে
বিদ্যার সাগর বসে শান্তি নিকেতনে॥

[সরস্বতী ও বঙ্গভাষার প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা, নিমতলার ঘাট।

(একজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ। হা কি দুর্দ্দৈব! কি পরিতাপ! বঙ্গভূমি আজ শূন্য হ'ল, বঙ্গভাষা আজ পিতৃহীনা হ'ল, বঙ্গবাসীর প্রতিদ্বন্দী-হীন সমুজ্জ্বল প্রতিভাপূর্ণ গৌরবের ধন আজ করাল কালের যবনিকান্তরালে অন্তর্হিত হ'ল! যাঁর বর্ণপরিচয় করে ধরিয়া মাতৃভাষার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছি, যাঁর 'সীতার বনবাস' 'বেতাল' পাঠে বুঝিয়াছি, যে বঙ্গভাষা অবজ্ঞার নহে, আদরের সামগ্রী, যিনি আবর্জ্জনাদি বর্জ্জন করিয়া দেবভাষা প্রসূত মাতৃভাষাকে সুললিত সুন্দর সাজে সাজাইয়া নবীন জীবন দান করিয়াছিলেন, তাঁহার চিতাধূম দৃষ্টি রোধ করিয়া গগনে উত্থিত হইতেছে, আজ তাই দেখিতেছি! ওহো চক্ষে দেখিতেছি, তবু যে একথা মন বিশ্বাস করিতে চায় না। একি সত্য! সত্য সত্যই কি বিদ্যাসাগর নাই! ঐ বহ্নিসংযুক্ত কাষ্ঠস্তূপ সত্যই কি সেই সরস্বতীর বরপুত্রের শব ভস্মে পরিণত করিতেছে। বিপদের বন্ধু আর কোথায় পাব! সংসার সমরের বিষম সমস্যায় কে আর আমাদিগকে সৎপরামর্শ দান করিবে! সুমিষ্ট শাসনে সেই গুরুদেব বিনা কে আর আমাদিগের শতদোষ সংশোধন করিবে! রহস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতুক কথায় কে আর আমাদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করিবে! মানব দেহে অনাথনাথ হ'য়ে অনাথকে কে আর আশ্রয় দিবে! হা বিদ্যাসাগর! হা বিদ্যাসাগর!

নেপথ্যে। হা বিদ্যাসাগর! হা বিদ্যাসাগর!

(২য় নাগরিকের প্রবেশ)

২য় নাগ। না দেখা যায় না, দাঁড়িয়ে আর দেখা যায় না! এই যে ভাই তুমি এখানে, আমিও পালিয়ে এলেম, এ ভীষণ মর্ম্মাঘাতী দৃশ্য দেখে কার সাধ্য!

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ। স্ত্রীলোকেরা বলে যে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝা যায় না, তা যথার্থ। অভাব বিহনে কোন বস্তুর মূল্য উপলব্ধি হয় না, মনুষ্যের মৃত্যুর পরই বোঝা যায় যে তাহার অভাবে সংসারের কি পরিমাণ ক্ষতি হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনকালে তাঁহার ব্যক্তিগত মহত্বের নিকট, তাঁহার অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি দয়া দাক্ষিণ্যাদি অতুলনীয় বিবিধ সদ্‌গুণের সমক্ষে সকলে প্রণত হইত বটে, কিন্তু আজ তাঁর দেহাবসানে এই শ্মশানে যে ভক্তিমিশ্রিত করুণার দৃশ্য দেখিলাম, তাহা সম্ভাবিত বলিয়া কখনও স্বপ্নেও অনুমান করি নাই। উচ্চ নীচ ভেদ নাই, সামাজিক পার্থক্যের বিচার নাই, পদমর্য্যাদার প্রাচীর ভঙ্গ হইয়াছে, দীনতার কুণ্ঠিত ভাব, সম্ভ্রমের অভিমান, কুলমহিলার অবগুণ্ঠন, বিদ্যাসাগর বিহনে এ শ্মশানে সকলই আজি শোকসাগরে বিসর্জ্জন হইয়াছে। এই ভাগীরথীতীর সমাগত সহস্র সহস্র নরনারী আজ এক সাধারণ পরিবারের অন্তর্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; একই সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া সকলে যেন এক সংসারের একমাত্র অবলম্বনের জন্য এক প্রাণে সমস্বরে রোদন করিতেছে। এরূপ মৃত্যুর জন্যও মনুষ্য-জন্ম প্রার্থনীয়!

৩য় নাগ। যথার্থ যথার্থ; যাবতীয় লোককে এমন শোকাকুল হইতে আর ইদানীং দেখা যায় না। তবে দুই একটী লোক একটু কাণাঘুষো কচ্ছিল—তারা খুব দুঃখ কচ্ছিলও বটে—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণের কথা অনেক বলছিল, তবে ঐ একটু খুঁৎ বলাবলি কচ্ছে, যে বিধবা-বিবাহের মতটা প্রচার না কল্লে চন্দ্রে আর কলঙ্ক থাকিত না।

৪র্থ নাগ। যারা একথা বলে তাদের দৃষ্টি নিতান্ত অন্ধ, চরিত্র-বিশ্লেষণের শক্তি তাহাদের আদৌ নাই, মনুষ্যের হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে তাহাদের প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে নাই। আমি স্বয়ং একজন বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নই, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী বিধবা আমার চক্ষে মানবী নয়—দেবী! যখন দেখি দৈহিক বৃত্তি সমুচয় পতির চিতায় ভস্ম করিয়া জ্বালাময় প্রাণকে দেহে আবদ্ধ করতঃ স্বামীর স্বর্গকামনায় বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তখন তাঁহাদের চরণে মস্তক স্বতঃ অবনত হয়। কিন্তু যখন বিদ্যাসাগর বঙ্গের বিধবার দুঃখে কাতর হন, তখন সে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা কয় সংসারে ছিল? তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে ইংরাজ সমাজের যত মলা আবর্জ্জনাদি ভাসিয়া আসিয়া আমাদের সমাজের শান্ত সলিলকে কলুষিত করিতেছিল, সেই পুরাতন হিন্দুসমাজের পবিত্রভাব অন্তর্হিত প্রায় হইয়াছিল, সহধর্ম্মিনী বিলাসিনীতে পরিণত হইয়াছিল, বিদ্যাসুন্দর নিধুর টপ্পা অন্তঃপুরে রামায়ণ মহাভারতের স্থান অধিকার করিতেছিল, ভোগ বিলাস স্বার্থসুখ ইষ্টমন্ত্রের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল; পিতা রোহিত মৎস্যের মুণ্ড উদরসাৎ করিলেন, তৃতীয় পক্ষের বিমাতা সেই পাতে

প্রসাদ পাইলেন, পুরোহিত আম্ররস ক্ষীর খদিকা সংযোগে ফলাহার করিয়া একাদশী ব্রত পালনে পুণ্য সঞ্চয় করিলেন, আর একাদশবর্ষীয়া বিধবা বালিকা সেই জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে জলবিন্দু জিহ্বায় না দিয়া ধর্ম্মরক্ষক ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের আহার কালে তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, নিশা সমাগমে লালসা উদ্দীপনকারী বিলাসবেশে বিভূষিতা হইয়া সঙ্গিনী সধবাগণ স্বামীসঙ্গে পালঙ্কে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন, আর রুক্ষ-কেশা মলিনবেশা কৌমার-পতিহীনা বালা পার্শ্বস্থ কুটীরে কঠোর শয্যায় মৃদুহাস্য মিশ্রিত কঙ্কন ঝঞ্চন শুনিতে শুনিতে জাগিয়া যামিনী যাপন করিল! কি দৃষ্টান্ত দেখিয়া, কি উপদেশ পাইয়া, কি সঙ্গগুণে, সে বয়ঃস্বভাব সুলভ মনোবৃত্তি দেহের আসক্তি নিবৃত্ত করিবে? উপদেষ্টা নাই, দৃষ্টান্ত নাই, সাধুসঙ্গ নাই, কাযেই আপনাকে সর্ব্বসুখে বঞ্চিতা উৎপীড়িতা জ্ঞানে চক্ষু হ'তে অশ্রুজল প্রবাহিত করিতে লাগিল; বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে সেই অশ্রুকণা মিশ্রিত হইয়া দয়ার সাগরে করুণার তরঙ্গ উথলিত করিল। তিনি যে ব্রত অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সে ব্রতের সমক্ষে সকল আপত্তি তিরোহিত হইত; সেই মহাব্রত—দয়া,—দান তার অনুষ্ঠান। বিদ্যাসাগরের প্রতি কার্য্যে দেখিবে দান বই আর কিছু নাই, যে দয়াব্রতে ব্রতী হইয়া তিনি ভাষাকে জীবন দান, সাহিত্যকে সৌন্দর্য্যদান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, শোকাতুরকে প্রবোধদান, ভয়ার্ত্তকে অভয় দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করিয়াছিলেন, সেই দয়াব্রতের অনুষ্ঠানেই পতিসঙ্গ-জ্ঞান-রহিতা কুমারী বিধবার কাতরতাতে কাতর হইয়া তাহাদিগকে পতি

দানে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। দয়া জাগিয়া উঠিলে বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে অন্য কোন বৃত্তি তর্ক জ্ঞান স্থান পাইত না; স্বদেশ-বৎসল বীর মাতৃভূমি রক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে যেমন তাহার হৃদয়ে নরহত্যা পাপের কথা উদয় হয় না, অন্যের কথা দূরে থাক, আভ্যন্তরিক কলহ বশতঃ শোণিতাপ্লুত আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনার্থ শান্তিদান কামনায়, দীন দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে, যখন ভগবান নারায়ণ দীননাথ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, তখন যেমন কুরুক্ষেত্রে বা যদুবংশধ্বংস কালে, হত্যা মিথ্যা জ্ঞাতিনাশ আদি পাপ বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া কেবল দীনের সহায় হইয়া "দীননাথ" নাম কিনিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বিদ্যা-সাগরও সমাজবন্ধন, লৌকিক নিয়ম, প্রতিপক্ষের তাড়ন, তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একমাত্র কৌমার বিধবার কাতরতায় আকুল হইয়া "দয়ার সাগর" নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

৩য় নাগ। বটে বটে ঠিক; বিদ্যাসাগর যে দয়াবান ছিলেন, এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু বিধবা বিবাহটা হিঁদুর প্রাণে কেমন কেমন লাগে, তাই লোকে বলাবলি করে।

৪র্থ নাগ। হিন্দু কই? হিঁদুয়ানি কে রাখে? এমন সংসার যদি থাকে যেখানে সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হয়, যেখানে কর্ত্তা গৃহিনীকে বিলাসের সামগ্রী না করিয়া সহধর্ম্মিণী ভাবেন, পত্নী পতিকে শয্যাগুরু না ভাবিয়া ধর্ম্মগুরু জ্ঞানে, "পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বর" বলিয়া পূজা করেন, বিধবার প্রতি গৃহস্থ সকলে সমবেদনা জানাইয়া সান্ত্বনা বাক্যে ও সদ্দৃষ্টান্তে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেন, দেব পূজাদিতে রত রাখিয়া পুরাণ পাঠাদি শ্রবণ করাইয়া আত্মসংযমে প্রবৃত্তি

চিরদিনই হা হুতাশ,
চিরদিনই বনে বাস ;
দয়ার পানে দয়া করে
স্থান দেয় না কেউ ত ঘরে।
ক্বচিৎ কারুর দয়া হয়
যদি দয়ারে দেয় আশ্রয়,
অম্নি কাঁন্না কাটুনী বেদনা যেথা,
হাত ধরে মোর নে যায় সেথা।
মুছি মুছাই চক্ষের জল,
জন্মে আমার কর্ম্ম ফল।

ব্রাহ্মণ। আহা, বড় ঘরের মেয়ে হয়ে বাছা এত দুঃখ পাচ্ছ ? আমরা কলকেতায় যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে যাবে ?

দয়া। সেথায় তোমরা কি কত্তে যাচ্ছ বাবা ?

ব্রাহ্মণ। বাছা আমরা দুঃখী, তুমিও দুঃখী, বিশেষ মা তোমার নামটীও দয়া, মুখটীও যেন মায়া মাখা, তোমার কাছে দুঃখের কথা বলি ; যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্তর ছিল, জমিদার মহাশয় তা কেড়ে নিয়েছেন, ছেলেটী তেমন লেখাপড়া শেখেনি, তায় রুগ্ন, নিজের এই স্থবির অবস্থা, দিন চলা ভার, পিতৃপিতামহের নাম রাখবার ভরসা এই পৌত্রটী, এ যদি লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে মানুষ হয়, তবেই ব্রাহ্মণের ঘরটা বজায় থাকে, লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গতিও নাই, এতদিন কিছুই কত্তে পারিনে, সম্প্রতি কিছুদিন হল কলকেতা থেকে একজন মহাপুরুষ এসে এখানে বাস করে-ছিলেন, পরম্পরায় শুনলেম যে তাঁর অতুল বিদ্যা, অসীম দয়া, এমন কি এই পাহাড়ী সাঁওতালগুলোকে তিনি মানুষ করে

তুলেছেন, তাদের ব্যামো হলে চিকিৎসা, তাদের ছেলেদের জন্য পাঠশালা, কিছুতেই যত্ন কত্তে, অর্থব্যয় কত্তে ত্রুটি করেন নি। এই সাঁওতালরা তাঁর নাম শুনলে নাচে কাঁদে হাসে, তাঁরে বাবা বলে ডাকে।

দয়া। আহা, পরের দুঃখ মাথায় করে
কজন এমন এ সংসারে ?
মরেও সে জন হয় অমর।
হ্যাঁ, কি হল বল তার পর ?

ব্রাহ্মণ। পৌত্রটীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এসে সব কথা খুলে বল্লেম, শুনে ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু দিয়ে জলধারা পড়তে লাগল। শ্রীধরকে আমার কোলে তুলে নিয়ে বল্‌লেন, 'ঠাকুর, ছেলেটী আমায় দিন, আমি একে আমার কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দেব, এর কোন ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না, আপনি মধ্যে মধ্যে এসে দেখে যাবেন, তার যাতায়াতের খরচ পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে পাবেন।' সে সময় এর বাপের পীড়া কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিশেষ ব্রাহ্মণীকে আর বৌমাকে বোঝাতে না পারায় সঙ্গে দিতে পারিনি। এখন সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর কাছে রেখে আসতে যাচ্ছি, দশ দিন চখের আড়ালে থেকে যদি মানুষ হয়, ভবিষ্যতে ওর ভাল হয়, মিছা মায়া করে সে কার্য্যে বাধা দেওয়া আমাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত নয়, বিশেষ সে মহাপুরুষকে দেখে আর কথা শুনে আমার তাঁর প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা বিশ্বাস হয়েছে।

দয়া। হ্যাঁ বাছা নিয়ে যাচ্ছ যার কাছে,
সংসারে তেমন কজন আছে ?

ব্রাহ্মণ। মা, এ সংসারে তাঁর দ্বিতীয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎ দয়ার সাগর।

দয়া। ঠাকুর, কি বল্লে বিদ্যাসাগর!
ওগো সেই যে আমায় কর্‌ত আদর।
আহা! সেথা যেওনা যেওনা,
তার দেখা পাবেনা পাবেনা।
এ ধরা পাপে ভরা,
আপন নিয়ে সবাই মরা;
অমন মানুষ কি হেথায় রয়,
ভবের জ্বালা সে ক দিন সয়।

ব্রাহ্মণ। কি বল বাছা, কি বল বাছা, বিদ্যাসাগর মশাই নাই! তাঁর স্বর্গলাভ হয়েছে! আমি যে বড় আশা করে এই বৃদ্ধ বয়সে পথকষ্ট সয়ে এই পৌত্রটীকে তাঁর হাতে সঁপে দিতে যাচ্ছিলেম; না না তোমার ভুল হয়েছে, তুমি মিছে শুনেছ; অমন মানুষ গেলে কাঙালের উপায় কি হবে? অনাথেরা আর কার কাছে দাঁড়াবে? এই সাঁওতালরা ত পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেবে। বাছা, তুমি সত্য বলছ? কোথায় শুনলে, কার কাছে এ সংবাদ পেলে?

দয়া। বাছা, সে ছিল আশ্রয় আমার,
দুঃখের ধরায় দয়ার আধার;
সাথে করে মোরে যেত ঘরে ঘরে
রোদন দেখলে বদন মুছাত;
ব্যথা পেয়ে নিজে
পরের ব্যথা ঘুচাত।

বাছা, তার কত গুণ আমিই জানি,
তারে খুব চিনি খুব চিনি।
পালাল পাখী ফাঁকি দে উড়ে,
ভাঙ্গা খাঁচাখানা গেছে পুড়ে ;
দুঃখীর মায়া ভুলতে নারি,
আধার খুঁজে ঘুরি ফিরি,
যাও, বাছা, যাও ফিরে ঘর
তোদের নাইকরে আর বিদ্যাসাগর।

ব্রাহ্মণ। কি সর্ব্বনাশ, সত্যই তবে বিদ্যাসাগর নাই! হাজার হাজার নিরাশ কাঙাল যাঁর মুখ চেয়ে আশা পেত, তাঁর মৃত্যু হল! থাকবে কেন, থাকবে কেন, অমন দয়াল চিরকাল থাকলে পৃথিবী হতে যে কাঙাল নাম লোপ পাবে। যে বিদ্যার তৃষ্ণায়, ক্ষুধার জ্বালায় আত্মীয়ের কাছে স্থান পায় নাই, বন্ধুর কাছে স্থান পায় নাই, প্রতিবেশীর কাছে নিরাশ হয়েছে, কোথায়ও যার আশ্রয় ছিল না, তারই আশ্রয় ছিল বিদ্যাসাগর। হা দীনবন্ধু, হা পরমেশ্বর! ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট, ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট!

বালক। দাদা, কাঁদ্‌ছ কেন, কল্‌কেতায় চল না।

ব্রাহ্মণ। আর কল্‌কেতায় যাব, কার কাছে যাব, বড় আশায় ছাই পড়ল, গরিব ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে বিদ্যাসাগর চলে গেল।

দয়া। ঠাকুর, কাঁদলে যদি সে আসে,
আমিও কাঁদি বসে।
যা হবার তা হয়ে গেছে,
দুঃখ আর করবে মিছে ;

ভাব দয়াময় হৃষীকেশে,
কাল যাবে না দুঃখ ক্লেশে।
সাগরের শিষ্য অগণন,
আর যত ভক্তজন
রাখতে তাঁর স্মরণ
করেছে মনন,
দেবে অনাথে আশ্রয়,
ভেব না, ঘুচবে ভয় ঘুচবে ভয়।
ছেলেটীর হাতে ধ'রে
যাও বাছা ফিরে ঘরে,
কাঁদছ যাঁর মরণে, তাঁর স্মরণে
ফেলে দুটো ফোঁটা অশ্রুজল—
ডাকলে পরে মঙ্গলময়ে
সবই হবে সুমঙ্গল।

ব্রাহ্মণ। এস দাদা, ফিরে চল আর কি! হা মধুসূদন, হা ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট! বিদ্যাসাগর গেল, কি হল, কি হল!

[ব্রাহ্মণ ও বালকের প্রস্থান।

(সাঁওতালগণের প্রবেশ।)

১ম সাঁও। সত্ত্বা নাশ ভাই সত্ত্বা নাশ ভাই।

২য় সাঁও। মল ঠাকুর গোঁসাই, মল ঠাকুর গোঁসাই!

৩য় সাঁও। কাল যমরার মুখে ছাই, মুখে ছাই।

৪র্থ সাঁও। মোরা কোথা যাই আর কার খাই।

সকলে। চল জঙ্গল যাই আর পণ্ডিত নাই, পণ্ডিত নাই!

গীত।

কি কঠিন জান তোর দেওরে।
যমরা হামরা বাপ ছিনি নিলিরে॥
সাগর মোদের বাবা, সে সাগর মোদের মা,
গেল বাপ মাতারি মোরা কোথা যাই রে।
পণ্ডিত বাবা যেমন, মিলেনা দুটা তেমন,
জ্বলা কপাল সাঁওতালে কে আর পালেরে॥
কে খেলাবে আর মুঠা ভাত, ঘুমবে কে আর লিয়ে হাত,
জঙ্গলী জানা ফের জঙ্গলী হবরে।
খেলিয়া ছেলিয়া সাথ, শিখায়ে কেতাবী বাত,
রাতকা করবে দিন পণ্ডিত বিনারে।
চল পাহাড়মে চড়ে, সব কই গির পড়ে,
জানসে আর কায নাই পণ্ডিত গিয়া রে।

[প্রস্থান।

দয়া। আহা বাঘের সনে থাকে বনে
এরাও ব্যথা পেলে প্রাণে।
কোথায় গেলে বিদ্যাসাগর
তোমার জন্যে সবাই কাতর
আশ্রয় বিহীনা করি পালালে আশ্রয়—
কাঁদিতে রাখিয়া গেলে দয়ারে ধরায়॥

গীত।

একবার এসে দেখে যাও।
আকুল সকলে করুণ নয়নে চাও॥

তোমার বিচ্ছেদে, কত লোক কাঁদে,
সে সবারে হেরে, কোমল অন্তরে,
দেখ দেখি, দেখি ব্যথা পাও কিনা পাও।
গোলোক ত্যজিয়ে, ভূলোকে আসিয়ে,
অতি শোক ভরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
শব সম পড়ে সবে, কোলে তুলে নাও॥
হা বিদ্যাসাগর, দয়া যে কাতর,
তোমার বিহনে, আমি বলহীনে,
দয়ার আধার, দায়ে দয়ারে বাঁচাও।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্বর্গ-পথ।

(ঋষিগণ।)

১ম ঋষি। বিষ্ণুলোকে কিবা আজি লীলা অনুপম
কিসের কারণ হেন মহা সমাগম—

২য় ঋষি। ধরায় মানবলীলা করি অবসান
পশিবে গোলোকে এক মহা পুণ্যবান,
আবাহন করিবারে সেই মহাজনে
সকল দেবতা আজি মিলে এক সনে।

১ম ঋষি। কি যাগ তপস্যা করি সেই নরবর
দেবের সমাজে পায় এ হেন আদর।

যে পদ প্রয়াসে মোরা ত্যজিয়ে সংসার
আশৈশব করিতেছি বিজনে বিহার,
অনাহারে অনিদ্রায় ঋতুর পীড়ন
সহ্য করি করি মোরা তপ অনুক্ষণ,
দেবের দুর্ল্লভ ধন সে পদ আশ্রয়,
সংসারী মানব বল কি পুণ্যেতে পায় ?
২য় ঋষি। সাধুর চরিত্র কথা কি বলিব আর—
দেব কার্য্য সাধিবারে বহে দেহ ভার
তপ জপ ক্রিয়া কর্ম্ম নিজ প্রয়োজন
লোক হিত তরে এঁর ধরায় গমন।
ছলেতে ভুলায়ে কলি লইয়ে মানব
এবার সৃজিছে ভবে নূতন দানব—
পাসরিয়া দেবগুণ মত্ত আত্মজ্ঞানে,
দেবদত্ত বৃত্তিচয় কিছু নাহি মানে,
পিতা মাতা জন্য অন্ন দানিতে কাতর
সোদরের মৃত্যুকালে হাসে সহোদর,
স্বার্থ হেতু কত মত করে কদাচার
পাপ স্পর্শে রসনায় বর্ণনে তাহার—
সম্ভাষণ হেতু যার আজি আয়োজন
কলি হতে বলী ছিল সেই সাধুজন।
সত্যের মানব মত সদা সত্যে রত
দেব জ্ঞানে বাপমায় পূজা অবিরত।
জাতি বর্ণ ভেদ নাই কিবা নরনারী
দুঃখের বারতা পেলে ঝরে আঁখি বারি।

সাগর সমান জ্ঞান লভিয়া যতনে
কাটাইল নরলীলা বিদ্যা বিতরণে,
দান হেতু উপজিল নহে নিজ তরে
নিজ সুখে দিয়ে ডালি পর দুঃখ তরে।
যে নামে ঈশ্বর পান উচ্চ পরিচয়
সেই দয়াময় নাম সাধুর ধরায়।
বিদ্যার সাগর সেই দয়ার আধার
আসিছেন অমরায় করিতে বিহার।

২য় ঋষি। তোমার মধুর ভাষ শুনি ঋষিবর
নরবরে দেখিবারে আকুল অন্তর।
পুণ্যবান সন্নিধান চল শীঘ্রগতি
দেবগণ মাঝে যথা কমলার পতি।

১ম ঋষি। বিবিধ বাহনে যত সুরপুরবাসী
চলেছে গোলোক পথে পুলকেতে ভাসি।
সহর্ষে দেবর্ষি যত নারদের সাথে
বাহু তুলে প্রাণ খুলে হরিগুণে মাতে।
দেববালাগণ করে মঙ্গল আচার
পবন আপনি বয় পুণ্য সমাচার।
পরিয়া বিচিত্র বেশ অপ্সরের বালা
হেসে চলে দলে দলে করে ফুলমালা।
চল হেরি হরিপদ তাপ বিনাশন
বিদ্যার সাগর যথা পাইল আসন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠপুরী।

দেবদেবী, পুণ্যাত্মা ও অপ্সরাগণ সমবেত।

বিদ্যাসাগরের পুণ্যাত্মাকে আবাহন।

অপ্সরাগণ। গীত।

কর পুষ্প বরষণ।
বরষ কুঙ্কুম চুয়া বরষ চন্দন॥
মুক্তি দ্বার খোল ত্বরা, ঢাল শান্তি-বারি-ঝারা,
ধরা হতে হবে হেথা সাধু আগমন।
দেখ দেখ দেখ চেয়ে, দেবের আদর পেয়ে,
ঈশ্বর চরণে হ'ল ঈশ্বর মিলন॥
নাহি অস্থি চর্ম্ম মায়া, জ্যোতির্ম্ময় ছায়া কায়া,
দেব মাঝে দেব সাজে দিল দরশন।
বিদ্যার সাগর বলে; খ্যাত ছিল মহীতলে,
দয়ার সাগর বলে স্বর্গে আবাহন॥

যবনিকা।